উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য

১।উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ "একটি খামার-একটি ঘাসের প্লট (কেশবপুর মডেল)" প্রতিটি গবাদি- প্রাণির খামারে উন্নত জাতের ঘাসের প্লট স্থাপন প্রকল্প ।

২।সমস্যাঃ বিপুল সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পৃক্ত অধিকাংশ খামারীই অসচেতনতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে ঘাস চাষের বহুবিধ সুফল সম্পর্কে অবগত নয়। তাছাড়া অল্প কিছু সংখ্যক খামারী এ বিষয়ে আগ্রহী হলেও সময়মত ও চাহিদামত ঘাসের কাটিং না পাওয়ায় ঘাস চাষ সম্প্রসারণও আশানুরূপ হয়না। ঘাসচাষী সচেতন খামারীদের অধিকাংশই গো-খাদ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণ সম্পর্কে জানেন না। ফলে অধিকাংশ খামারে উন্নত জাতের ঘাসের অভাবে খাদ্য খরচ বেড়ে গিয়ে খামারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং খামার স্থাপনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

৩।সমাধানঃ

- উদ্যোক্তা পাঠশালাঃ গবাদি-প্রাণির খামার স্থাপন ও ঘাস চাষে আগ্রহী খামারী/যুবকদের উদ্যোক্তা পাঠশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা তৈরী করা।
- উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং উৎপাদক "প্রদর্শণী মাদার প্লট স্থাপন" করা
- খামারীকে তার চাহিদা অনুযায়ী ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা এবং বিতরণ পূর্ব ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- টেকসই ঘাস চাষ নিশ্চিত করতে ফলোআপ পরিদর্শণ।
- খামারীর আবাদী / চাষযোগ্য জমিতে ঘাসের প্লট স্থাপন করা।
- অনাবাদী পতিত জমিতে ঘাসের প্লট স্থাপন (জমির আইল, পুকুর/ ডোবা/ জলাশয়, পুকুর পাড়,ঘের এর পাড়, পরিত্যাক্ত গাছতলা ইত্যাদিতে) করা।
- রাস্তার দুই পাশে ঘাসের প্লট স্থাপন (Road Sided Fodder Plot) করা।
- ফডার প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ (সাইলেজ, UMS তৈরী) করা।

৪।বর্ননাঃ

প্রচলিত সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে একজন খামারী প্রাণিসম্পদ অফিসে এসে ঘাস চাষ বিষয়ে সেবা পেতে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেন তাতে ঘাস চাষের টেকসই এবং যুগোপযোগী সম্প্রসারণ কখনই সম্ভব নয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাতে কেশবপুর উপজেলার প্রতিটি গবাদি-প্রাণির খামারে উন্নত জাতের ঘাসের প্লট স্থাপিত হয় সেজন্য কৃষকের একটি জমিকে (১একর ২০ শতাংশ) বন্ধক নিয়ে উন্নত জাতের কাটিং উৎপাদক প্রদর্শণী মাদার প্লট স্থাপন করা হয়। গবাদি-প্রাণি পালনকারী খামারী, খামার স্থাপন ও ঘাস চাষে আগ্রহী খামারী/যুবকদের উদ্যোক্তা পাঠশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা তৈরী করা হয় এবং আগ্রহীদের নাম-ঠিকানা রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া খামারীর অনাবাদী পতিত জমিতে (জমির আইল, পুকুর/ ডোবা/ জলাশয়, পুকুর পাড়,ঘের এর পাড়, পরিত্যাক্ত গাছতলা ইত্যাদি) এবং খামারীর আয়ত্তে থাকা রাস্তার দুই পাশে ঘাসের প্লট (Road Sided Fodder Plot) স্থাপনের জন্য নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

স্বল্পতম সময়ের মধ্যে খামারীদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত কাটিং সরবরাহ করা হয়। কাটিং সরবরাহের পূর্বে তাদেরকে ঘাস চাষের পদ্ধতি, রোগ-বালাই দমন,সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্লটগুলি যাতে টেকসই/সাস্টেইনেবল হয় সেজন্য রোপনোত্তর ফলোআপ পরিদর্শন ও কারিগরি সহযোগীতা প্রদান করা হয়।

৫ ।সমাধান পদ্ধতি (প্রসেস ম্যাপ)ঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	১৫(পনের) জন	৭৫০০/-	উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল (এডিপি)
বস্তুগত	জমি চাষ, কোদাল, নিড়ানি, কাটিং, বেড়া, সাইনবোর্ড, সার, কীটনাশক, সেচ	৪২৫০০/-	
অন্যান্য	মাদার প্লট তৈরীর জমি বন্ধক/লিজ নেয়া	৫০০০০/-	
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		১০০০০০/-	উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল (এডিপি)

৬ ।টিসিভিএস

	পূর্বে	বর্তমানে
সময়	২-৩ মাস	৭-১৫ দিন
খরচ	১০০-৩০০/-	শুধুমাত্র পরিবহন খরচ লাগবে (খামারীর বাড়ির দূরত্ব /অবস্থান অনুযায়ী)
যাতায়াত	৩-৫	১-২
সাস্টেনাবিলিটি	২৫%	৯০%

৭ ।প্রত্যাশিত ফলাফল ঃ অদ্যাবদি প্রদর্শণী মাদার প্লট থেকে বারো শতাধিক উদ্যোক্তা/খামারীকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নেপিয়ার পাকচং ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে যা দিয়ে প্রায় ১৩০ একর জমিতে ঘাসের প্লট স্থাপিত হয়েছে।

৮ ।বর্তমান অবস্থাঃ বর্তমানে কেশবপুর উপজেলায় প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম চলমান আছে।

৯ ।উদ্ভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল ও ইমেইলঃ

ডাঃ অলোকেশ কুমার সরকার
ভেটেরিনারি সার্জন
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর
কেশবপুর,যশোর,
মোবাইলঃ ০১৯১৪-৬৫০৫৫০, email:alokeshdvm@gmail.com